আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।’ উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দুইজনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে বললেন, ‘চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।’ সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।’ উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ
দুইজনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।
[সহীহ] [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

ছোট বড় সব বিষয়ে সাহাবীগণ রাসূলের অনুসরনের ওপর অধিক আগ্রহী ছিলেন। এমনকি তারা তার চলা ফেরা উঠবস শয়ন এবং প্রতিটি কর্ম যা তারা জেনেছেন যে, তিনি করেছেন। এ হাদীসটি এটিকেই প্রমাণ করে। এখানে আবূ বকর এবং উমার রাদিয়াল্লাহুমার একটি ঘটনা আলোচনা করা হয়। তারা দুইজন একজন মহিলাকে দেখতে যান যে মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে যেতেন। তারা দুইজন এ জন্য দেখতে গেলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। যখন তাঁরা নিকট বসলেন তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম? তখন সে বলল, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।’ কারণ, আল্লাহর রাসূল যখন মারা গেল তখন অহী বন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহর পর আর কোন অহী নেই। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তার মৃত্যুর পূর্বে তার শরী‘আতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আজকের দিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করেছি। আর আমি তোমাদের ওপর নে‘আমতসমূহকে পূর্ণতা দান করেছি। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করেছি। [সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৩] তারপর তারা দু’জন কাঁদতে আরম্ভ করল। কারণ, সে তাদের এমন একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিল যা তারা ভূলে গিয়েছিলেন।